আমাকে ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই!!

আহসান কবির

হাতির বৈশিষ্ট্য শুঁড়ে

হিমালয়ের বৈশিষ্ট্য তার চূড়া, যা মাটি থেকে সবচেয়ে দূরে।

নদীর বৈশিষ্ট্য জোয়ার ভাটায়

মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্য শিল আর পাটায়।

মধ্যবিত্ত মানেই যেন জীবনভর ভর্তা হওয়া আর কোনো রকমে ভাজি ভর্তা খেয়ে বেঁচে থাকা। শিল আর পাটার মাঝামাঝিতে তাদের অবস্থান। আনন্দে হোক আর বিষাদেই হোক, জোয়ার হোক আর ভাটাতেই হোক, মিলনে হোক কিংবা বিরহে হোক, মধ্যবিত্তের অবস্থান সেই মাঝামাঝিতেই। নিয়তি তাদের সেই ঘাসের মতো। যে নরম ঘাসের ওপর হাঁটতে আসে হাতিরা। দৌড়াতে আসে হাতিরা। হাতিদের মিলন ঘটুক আর হাতিদের মারামারিই ঘটুক, ঘটে ঐ নরম ঘাসের ওপর। দুই ক্ষেত্রেই পিষ্ট হয় নরম ঘাস। এই নরম ঘাস হচ্ছে মধ্যবিত্ত!

অবয়বহীন মধ্যবিত্ত

ছোটকালে আমাদের ক্লাসের আলি আকবর মধ্যবিত্ত হতে চেয়েছিল। জুট মিলের এক শ্রমিকের সন্তান আলি আকবরের ধারণা ছিল মধ্যবিত্ত মানে বিত্তের মধ্যে থাকা। একটু বড় হয়ে অর্থাৎ এসএসসি পরীক্ষা দেবার পর আমাদের ক্লাসের আরেকজন, যার নাম লেখা ঠিক হবে না, সে 'ক্লাস' অর্থাৎ শ্রেণী ভেঙে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নামার প্রতিজ্ঞা করেছিল। আলি আকবর এখন সরকারি অফিসের কেরানী। ঘুষ খেয়েও সে বিত্তের মধ্যে থাকতে পারেনি। টানাটানির সংসারে সে এখন আফসোস করে 'কেন যে মধ্যবিত্ত হতে চেয়েছিলাম!' আর ক্লাস ভেঙে শ্রেণীহীন সমাজের জন্য লড়াইয়ে নামা বন্ধুটি এখন কোটিপতি। এলাকার চেয়ারম্যানও।

আমার কোটিপতি বন্ধুটির তাও একটা ক্লাস অর্থাৎ শ্রেণী আছে। হোক না সে শাসক কিংবা শোষক। আলি আকবরের মতো কোটি কোটি মধ্যবিত্তের কোনো শ্রেণী নেই। তারা অবয়বহীন অথবা মধ্যবিত্ত শুধুই দর্শক। পর্নোছবি হোক আর সুস্থধারার ছবি হোক। বাণিজ্যিক ছবি হোক কিংবা দিন বদলের ছবি হোক, সে সব ছবি বানানোতে পয়সা ঢালে যারা, ছবির পরিচালক, নামকরা নায়ক নায়িকা কেউ কিন্তু মধ্যবিত্ত নন। তারা ধনবান। মধ্যবিত্ত শুধুমাত্র দর্শক। সমালোচনা করেই যাবে তারা। বাংলা ছবির এই ঘোর দুঃসময়েও প্রচলিত ছবির প্রযোজক, পরিচালক, নায়ক নায়িকারা কেউ মধ্যবিত্ত নন। ইদানীং মধ্যবিত্তরা ছবি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে। নাম দিয়েছে সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র! মধ্যবিত্ত নিজেরাই সুস্থ নন।

সুস্থ থাকলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যে ভাবে আকাশ ছুঁয়ে দিচ্ছে, দেশ ফুঁসে উঠতো আন্দোলনে। আন্দোলন যে জমে ওঠে না তারও বড় কারণ মধ্যবিত্ত। তারা ভর্তা হতে ও ভর্তা খেতে ভালোবাসে। ভর্তার তাও একটা অবয়ব আছে, মহান মধ্যবিত্তের নেই!

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও...

পৃথিবীতে মানুষেরা বসত গড়ার পর থেকেই ধনী গরিব মধ্যবিত্ত যেন আপনা-আপনিই তৈরি হয়ে যায়। তো একদল লোক পৃথিবী থেকে স্বর্গে গেল। এক হাজার লোকের ঠাঁই হলো এক স্বর্গে। স্বর্গের প্রহরী কাজে ব্যস্ত। এর মধ্যেই বিশ জন লোকের মধ্যে মারামারি লেগে গেল। দশজন বললো, এই স্বর্গে ধনীরা থাকবে। অন্য দশজন বললো, এই স্বর্গে গরিবরা থাকবে। স্বর্গের প্রহরী এসে দুই দলের মারামারি থামাল। তাদের শাস্তি হলো কানে ধরে ওঠা বসা। ধনীদের পক্ষে থাকা দশজন যখন কানে ধরে বসে, তখন কানে ধরে বসে থাকা অন্য দশ জন উঠে দাঁড়ায়। এভাবে পালাক্রমে চলছিল। হঠাৎ স্বর্গের প্রহরী খেয়াল করলো বাকি নয়শো আশিজন দাঁড়িয়ে আছে। স্বর্গের প্রহরী জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা কোন দলে? কেউ একজন মিন মিন করে বললো, আমরা কোনো পক্ষে নেই, মাঝামাঝি। পৃথিবীতে আমরা মধ্যবিত্ত হিসেবে পরিচিত ছিলাম।

স্বর্গের প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে বিশ জনের কানে ধরা শাস্তি বন্ধ করে দিলো। এরপর চিৎকার করে বললো, 'অবস্থান পরিষ্কার করা সবচেয়ে জরুরি বিষয়। যারা মাঝামাঝি কিংবা মধ্যবিত্ত, তাদের শাস্তি আরো বেশি। তোমরা নাকে খত দেয়া শুরু করো!'

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। স্বর্গে গেলেও মধ্যবিত্তের অবস্থান কী একই রকম থাকবে? শুধুই ভর্তা হবে? অবস্থান পরিষ্কার করে কিছু একটা করতে পারা কী শুধুমাত্র কল্পনা হয়েই থাকবে?

ঘরানা থেকে

আয়ের পরিমাণ দিয়ে কী সংজ্ঞায়িত করা যায় মধ্যবিত্তকে? একা যে জন মাসে সাত হাজার টাকা আয় করে সে কী মধ্যবিত্ত? ধরে নিচ্ছি দুই বছর পর তার বেতন হলো দশ হাজার। দুই বছরে ডলারের তুলনায় কী টাকার মূল্য পড়ে যায়নি? আলু পটলের দাম, চাল তেলের দাম, বাসা কিংবা বাস ভাড়াও তো বেড়েছে। এরই মধ্যে সেই জন যদি রোমান্টিকতায় উজ্জীবিত হয়ে, দশ হাজার টাকার ঘ্রাণে বিয়ে করে ফেলে তাহলে এই 'দুইজন' কী তখনও মধ্যবিত্তের ঘরানায় থাকবে? নাকি বিয়ে করার কারণে ছিটকে পড়বে ঘরানা থেকে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে নিচের গল্পের ভেতরে। এক লোক খুব মন দিয়ে চাকরি করে। মালিক ঐ লোককে খুব ভালোবাসে। হঠাৎ করেই একদিন ঐ লোক বিয়ে করে ফেললো। বিয়ে করেই বুঝলো বেতন ডাবল না হলে তার দিন গুজরান কঠিন হয়ে পড়বে। ঐ লোক তার সহকর্মী, ম্যানেজার সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলো তার বেতন যেন ডাবল করা হয়। একদিন ঐ লোককে ডেকে মালিক জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কেন বেতন ডাবল করার কথা জনে জনে বলে বেড়াচ্ছেন? লোকটির সরল উত্তর- বিয়ে করেছি না? আর মালিকের জবাব ছিল- জনাব, অফিসের বাইরের কোনো দুর্ঘটনার জন্য আমি কিংবা আমার প্রতিষ্ঠান তো দায়ী হতে পারে না! এভাবেই কী ছিটকে পড়ে মধ্যবিত্ত?

ক্রসফায়ারের ভয়...

পথিক নবীর গানে আছে কষ্টের গায় লাল জামা, বেদনার গায়ে নীল, সুখের গায়ে নেই জামা সে উলঙ্গ অনাবিল! ছোটকালে বইতে পড়েছি সুখী মানুষের গায়ে জামার দরকার হয় না। সুখ তাহলে কী উলঙ্গ অনাবিল? গরিব সর্বহারারা শীতের দিনেও উলঙ্গ থাকতে পারে। বিধিসম্মত এক্সারসাইজ করে সাগর পাড়ে এসে সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে রোদ পোহাতে পারে বড়লোক কিংবা উচ্চবিত্তরা। হয়তো কোনো না কোনো ফর্মে উলঙ্গ অনাবিল সুখ এই দুই শ্রেণীর কাছেই ধরা দেয়। পয়সা বানাতে বড়লোক প্রযোজক নায়িকাকে সংক্ষিপ্ত পোশাক পরায়। নায়িকার নাচ দেখে তালি মেরে, সিটি দিয়ে সুখ পায় নিম্নবিত্ত। রাতে বউকে নায়িকা মনে করে জড়িয়ে ধরে। মধ্যবিত্ত এ সব পারে না। খেয়ে থাকুক আর নাই থাকুক, ভদ্র গোছের একটা প্যান্ট কিংবা শার্ট তাদের থাকা চাই। মধ্যবিত্তের কাছে সুখ তাই সোনার হরিণ।

প্রেম করতে যান, দেখবেন কথিত আদর্শ আছে এই মধ্যবিত্তেরই। বেঁচে থাকতে ইদানীং হয়তো বা মধ্যবিত্তের অনেকেই ঘুষ খায়, তবু তা হয়তো ঋণখেলাপীদের অন্যায়ের কাছে বেশি কিছু নয়। ছাঁদের টিন হয়তো ফুটো। পানি পড়ে। খাবার পানি হয়তো ঠিক মতো পায় না। বিদ্যুৎ বিল দিতে গিয়ে কথা শোনে বাড়িওয়ালার। সবই ক্রসফায়ার হয়ে বেঁধে মধ্যবিত্তের বুকে। তারপর আছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঊর্ধ্বগতি! আছে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া বাস ভাড়া কিংবা রিকশা ভাড়া। পেটে থাকে ভেজাল খাবারের গুণে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পেটের পীড়া, জন্ডিস কিংবা নিয়মিত না খেতে পারার কারণে গ্যাস্ট্রিকের মতো রোগ। বৃষ্টিতে ভেজা, গরমে বাসায় কিংবা অফিসে হাঁসফাঁস হয়ে জ্বর ম্যালেরিয়াও নির্ধারিত হয়ে আছে মধ্যবিত্তের জন্য। আছে শিক্ষিত কন্যাকে বিয়ে না দিতে পারার বুকভাঙা কষ্ট। সবই ক্রসফায়ার হয়ে এসে বুকে বিঁধে। এর মধ্যে যদি ধেয়ে আসে উচ্চবিত্তের রোগ অর্থাৎ রাজরোগ ক্যান্সার তখনও অকূল সাগরে পড়ে সেই মধ্যবিত্তই। ওষুধের প্রেসক্রিপশন নিয়ে ছোটে পত্রিকা অফিসে। হাত পা ধরে সংবাদপত্র কর্মীদের- ভাই লিখে দিন না যে অমুক বাঁচতে চায়। মেধাবী অমুক কী আর পড়ালেখা করতে পারবে না? ভাগ্য একটু সহায় হলে হয়তো দেখা মিলতে পারে লাইভ এইড কনসার্টের।

বেঁচে থাকতে ইদানীং হয়তো বা মধ্যবিত্তের অনেকেই ঘুষ খায়, তবু তা হয়তো ঋণখেলাপীদের অন্যায়ের কাছে বেশি কিছু নয়। ছাঁদের টিন হয়তো ফুটো। পানি পড়ে। খাবার পানি হয়তো ঠিক মতো পায় না। বিদ্যুৎ বিল দিতে গিয়ে কথা শোনে বাড়িওয়ালার। সবই ক্রসফায়ার হয়ে বেঁধে মধ্যবিত্তের বুকে...

এই যে কষ্ট, এই যে বেদনা, এই যে না পাওয়া এতো কিছু ক্রসফায়ার হয়ে মধ্যবিত্তের মুখোমুখি হয়, তাতেও নিঃশেষ হয়ে যায় না কেন মধ্যবিত্ত? এই যে ক্যাটেরিনা আমেরিকার, এই যে সুনামি উপমহাদেশের, এই যে বেকারত্ব আর মূলবোধহীন সমাজে মধ্যবিত্তের নিরন্তর বেঁচে থাকার চেষ্টা, তবু কেন শেষ হয়ে যায় না তারা? তবু কেন অবয়ব পায় না মধ্যবিত্ত? কেন সকল অনাচার আর অনিয়মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে শ্রমিক শ্রেণীর রাজত্ব কায়েমের মতো মধ্যবিত্তরা কিছু একটা করতে পারে না? কেন বাম তাত্ত্বিকরা এই সচেতন মধ্যবিত্তদের অনেক সময় পেটি বুর্জোয়াদের দলে ফেলেন?

এতো সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে কিনা জানি না। তবে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন অতিকায় ডাইনোসর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু তেলাপোকারা টিকিয়া আছে। হাজার বছর ধরে সমাজের সবগুলো রূপান্তরে তেলাপোকা হয়েও যেন টিকে থাকে আমাদের খুব চেনা বিবেকবান মধ্যবিত্তরা!